

সাইলেন্স

-আলী আহমেদ ইমরান

বেশ ভালোরকমের একটা ঘুমের পরে এককপ চায়ে যেন রীতিমতো ডুব দিল চোখের অবশিষ্ট ঘুম।

দেড় ঘণ্টার ঘুমের পরে বেশ ফুরফুরে লাগছে

মনে মনে পণ করেছিলাম আজকের দিনটাতে ফোন হাতে নেবো না একান্ত প্রয়োজন ছাড়া। কি আর বলি, আমার পণ আর বিড়ালের মাছের কাঁটা খাওয়ার পরে গলায় বিঁধে গেলে আর থাকো না বলে যে তওবা-ইন্তেগফার করে দুটোই মোটামোটি সমান সমান আরকি! বিড়ালের তওবা যাকে বলে এক কথায়।

সাইলেন্ট মোডে রাখা ফোনের ডিসপ্লে হঠাৎ অন হওয়া মানে কারোর মনে পড়েছে আমায়। অনেকক্ষণ মেসেজ সিন না করে রেখে দিলেও শেষে আর পারলাম না।

উপর থেকে ফোনের নটিফিকেশন বার-টা হালকা টেনে নামানোর পর দেখলাম একজন একটা পিকচার সহযোগে একটা মেসেজ লিখে পাঠিয়েছে,

-“ভাইয়া, এটা হইছে?”

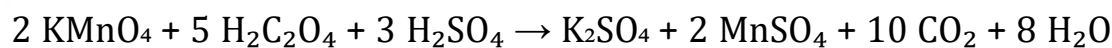
ও আমার ছাত্র। ক্লাস নাইনে পড়ে। বেশ ভালো রকমের গোছালো একটা ছেলে। পড়া-শোনায় মোটামুটি কিন্তু আদব-কায়দায় আমার প্রিয় চিনি-র মতোই ভদ্র। ওহ! আপনারা চিনি নামের কাউকে চিনবেন কি করে? চিনি হচ্ছে আমার বেড়ালের নাম। চিনি ভারী মিষ্টি। অবশ্য ওর মিষ্টিতা মাঝে মাঝে এতো বেড়ে যায় যে, তা সহ্যের সীমা ছাড়ায়।



সে যাইহোক, রসায়নের জারণ-বিজারণের চ্যাপ্টার-টা পড়তে দিয়েছিলাম ওকে। কাল একটা টেস্ট নিবো।

ওই সম্পর্কিত একটা প্রশ্ন ওকে বেশ চাপে ফেলায় তা প্রশমনেই মূলত ছাত্রের আমায় স্বরণ করা...

খাতায় একটা বিপ্রিয়া লেখা,



কিছুক্ষণ দেখার পরে রিপ্লাই দিলাম,

-লিখার পরে ব্যগ্ধও দেওয়া লাগবে ভাইয়া।

রসে ভরা রসায়ন কোনোকালেই আমার সাবজেক্ট ছিলো না। 'আমার সাবজেক্ট' একটা কি-ওয়ার্ড। যখন কেউ কোনো বিষয়ে খুব পটু হয়, অনেক জানে এই বিষয়ে এমনটা মনে করে তখন সেটা হয়ে যায় 'আমার সাবজেক্ট'।

রসায়নের এই বিপ্রিয়াটি আমায় কিছুটা আনমনা করে ফেললে আমি আমার নিয়মিত কাজের থেই হারিয়ে ফেলি।

KMnO_4 (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) এমনিতে তো দেখতে বেগুনি। অম্লীয় মাধ্যমে এ বিপ্রিয়ায় উৎপন্ন হয় Mn^{2+} , তখন তা হয়ে যায় বর্ণহীন। ক্ষারীয় মাধ্যমে প্রোডাক্ট: K_2MnO_4 , আর বর্ণ হয় সবুজ। নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল মিডিয়ামে MnO_2 উৎপন্নে বর্ণ হয় বাদামী।

দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু বেশি হাবিজাবি বলে ফেলছি। আর একটু আছে শেষ করে দিচ্ছি...

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, শুকতে বেগুনি। সে বদলালে তথা বিপ্রিয়ায় অংশ নিলে চারপাশের অন্যরা সহ্য করতে পারে না, ফলে তারা-ও একে একে রঙ পাল্টায়। কখনো বাদামী, কখনো সবুজ, আবার কখনো বর্ণহীন হয়ে যায়

আমাদের সমাজেও এরকম কিছু ঘটনা কিন্তু ঘটে কিংবা ঘটছে। একটা মানুষ হঠাৎ করে যখন পাল্টায়, পরিবর্তন হয় ভালোর দিকে, তখন আশেপাশের অনেকেই তা নিতে পারে না। রঙ বদলায় অনেকেই। ঠিক উপরের রিয়েকশনে ঘটা ঘটনার মতো। নিজের ভালোর সবটা দিয়ে তিলে তিলে গড়া ঘর উপেক্ষার ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর তখন বাধ্য হয়ে মাঝরাতেই বেরোতে হয় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে।

এর অবশ্য অন্য দিকও আছে। অনেক সময় ভালো লোকের সাহচর্যে খারাপ লোকেরা খারাপ থাকতে পারে না। বদল হয় চিন্তার, পাল্টে যায়... তবে এই সংখ্যা নিতান্তই কম।

এতক্ষণ এতো এতো চিন্তার পরে ক্ষুধা লাগা খুবই স্বাভাবিক। কণ্টেইনার খোলে চিপস হাতে নিয়ে খাবো বলে প্যাকেট-টা খেই না খুললাম। ওমনি কোণেকে এসে হাজির হলো পাজিটা। হুঁ, চিনি। ওকে না দিয়ে কোনো খাবার মুখে তোলাও যে পাপ তা আপনি আমি না মানলে কার কি আসবে যাবে। কিন্তু এখানকার নিয়ম এমন-ই। যেন ওর বাপ-দাদা সম্পত্তি রেখে গেছে। আর আমায় খাজনা দিতে হবে ওকে।

যাক, এবার আর কোনো কথা নেই... জমে যাওয়া কাজ একে একে শেষ করবো...

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো, বহুদিনের পুরনো এক বন্ধু ফোন করেছে,

ফোনে ও বললো এক নতুন অথচ গা হিম করা ঘটনা...

[চলমান]

